DAWAT-E-ISLAMI
রিসালা নং: ১৩২

মুজাদ্দিদে আলফে-সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর জীবনী

- ৯টি কারামত
- তাকে হাতির পায়ের নিচে পিষ্ঠ করা হোক
- নিজের ওফাতের সংবাদ পূর্বেই দিয়ে দিলেন
- হাফিজে কুরআনের আদব
- মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ১১টি বাণী

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দোয়াটি হলো;

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেলো কিন্তু জ্ঞান অর্জন করলো না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করলো আর অন্যরা তার কাছ থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করলো অথচ সে নিজে গ্রহণ করলো না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলো না)।"

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক অথবা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১০০টি অভাব পূর্ণ হবে	৩	(১) একই সময় দশটি ঘরে আগমত (কাহিনী)	২৭
সৌভাগ্য মন্ডিত জন্ম	৪	(২) তৎক্ষণাৎ বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেলো (কাহিনী)	২৭
কেল্লা নির্মান এবং পঞ্চম পূর্ব পুরুষের রকত (ঘটনা)	৪	**(৩) তাকে হাতির পায়ের নিচে পিষ্ঠ করা হোক (কাহিনী)**	২৭
সম্মানিত পিতার মর্যাদা	৫	**(৪) সন্তানের ব্যাপারে অদৃশ্যের সংবাদ দিলেন (কাহিনী)**	২৮
শিক্ষা অর্জন ও প্রশিক্ষণ লাভ	৭	(৫) মনের খবর জেনে নিলেন (কাহিনী)	২৯
মুর্খ সূফী শয়তানের ভাঁড় স্বরূপ	৮	(৬) কী চাওয়ার আছে, চাও? (কাহিনী)	২৯
ছেলে এমন হওয়া চাই!	৯	(৭) মুরীদকে সাহায্য করলেন (কাহিনী)	৩০
পিতার দেখার কারণে সন্তানের সাওয়াব অর্জন	১০	**(৮) স্বপ্নে মন্দ আকীদার চিকিৎসা করে দিলেন (কাহিনী)**	৩১
মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه এর মোবারক আকৃতি	১১	**(৯) নিজের ওফাতের সংবাদ পূর্বেই দিয়ে দিলেন (কাহিনী)**	৩৩
সুন্নাতী বিবাহ	১১	কোণা ভাঙ্গা মাটির পাত্র (কাহিনী)	৩৪
মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه হানাফী মতাবলম্বি ছিলেন	১২	সাদা কাগজেরও আদব	৩৫
		পথ চলতে কাগজ পত্রকে লাথি মারবেন না	৩৫
ইমাম আযমের শান মুজাদ্দিদে আলফে সানীর ভাষায়	১২	অক্ষরের সম্মান করা উচিত	৩৬
অনুমতি ও খেলাফত	১৩	যৌবন কিভাবে অতিবাহিত করবেন?	৩৭
পীর ও মুর্শিদের আদব ও সম্মান (কাহিনী)	১৪	যৌবন আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত	৩৭
মাজার শরীফে হাজেরী	১৫	হাফিজে কুরআনদের আদব	৩৮
নেকীর দাওয়াতে সূচনা	১৫	মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه এর ৪০টি অভ্যাস	৩৯
ইমাম গাযালীর প্রতি বেয়াদবী পোষণকারীকে ধমকালেন (কাহিনী)	১৬	**হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه এর পাগড়ী শরীফ**	৪২
		পাগড়ী পরিহিতাবস্থায় নামায দশ হাজার নেকীর সমান	৪২
বেয়াদবীর শিক্ষণীয় পরিণাম (কাহিনী)	১৭	পাগড়ী কী শুধু ওলামারাই বাঁধবে?	৪২
তিলাওয়াতের আগ্রহ	১৮	আলিম (জ্ঞানী) ও অজ্ঞ সকলেই পাগড়ী বাঁধুন	৪৩
সুন্নাতের উপর আমল করার পুরস্কার (কাহিনী)	১৮	সুন্নাতের অনুসরনই ইশকে রাসূলের নিদর্শন	৪৪
শয়ন ও জাগরণের ৫টি মাদানী ফুল	১৯	রচনাবলী	৪৫
মাগফিরাতের সুসংবাদ	২১	মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه এর ১১টি বাণী	৪৫
সাওয়াবের উপহার (কাহিনী)	২১	গান-বাজনা করা প্রাণনাশক বিষের ন্যায়	৪৮
কাহিনী থেকে প্রাপ্ত মাদানী ফুল	২৩	কানে গরম সীসা ঢেলে দেয়া হবে	৪৮
হাজার দানা বিশিষ্ট তাসবীহ	২৩	মুজাদ্দিদে আলফে সানী ও আ'লা হযরত	৪৯
বিবি আয়েশা رَضِيَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর জন্য ইছারে সাওয়াব (কাহিনী)	২৪	ওফাতের ইঙ্গিত	৫০
সকল মহিলাদের মাঝে সর্বাধিক প্রিয় বিবি আয়েশা	২৫	সন্তানদের নাম মোবারক	৫২
ওলী ওলীকে চিনেন (কাহিনী)	২৬	**মুজাদ্দিদে আলফে সানী ও আ'লা হযরতের খলিফাগণ**	৫৩
৯টি কারামত	২৭	তথ্যসূত্র	৫৫

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর জীবনী

শয়তান লাখো অলসতা দিক, তবুও এই রিসালাাটি আপনি সম্পূর্ণ পড়ে নিন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনার মন আন্দোলিত হয়ে উঠবে।

১০০টি অভাব পূর্ণ হবে

তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবূয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জান্নাতরূপী বাণী হচ্ছে: "যে আমার প্রতি জুমার দিন ও জুমার রাতে (অর্থাৎ বৃহস্পতিবার রাত) ১০০বার দরূদ শরীফ পড়বে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার ১০০টি অভাব পূর্ণ করবেন। ৭০টি আখিরাতের এবং ৩০টি দুনিয়ার আর **আল্লাহ্ তাআলা** একজন ফিরিশতা নিযুক্ত করবেন, যে উক্ত দরূদে পাককে আমার কবরে এভাবে পৌছাবে যেভাবে তোমাদের উপহার **(Gifts)** পেশ করা হয়। নিঃসন্দেহে আমার ইলম (জ্ঞান) আমার ওফাতের পরও সেই ভাবে থাকবে, যেই ভাবে আমার জীবদ্দশায় (প্রকাশ্য জীবনে) রযেছে।" **(জমউল জাওয়ামে লিস সুয়ুতী, ৭ম খন্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২২৩৫৫)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

সৌভাগ্য মন্ডিত জন্ম

সিলসিলায়ে আলীয়া নকশবন্দীয়ার মহান ইমাম হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী শায়খ আহমদ সেরহিন্দী ফারুকী নকশবন্দী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ এর সৌভাগ্যময় জন্ম **(BIRTH)** ভারতের 'সারহিন্দ' এ ৯৭১ হিঃ/ ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে হয়। (যুবদাতুল মাকামাত, ১২৭ পৃষ্ঠা, সংকলিত) তাঁর নাম মোবারক হচ্ছে: আহমদ, উপনাম: আবুল বারাকাত আর উপাধী: বদরুদ্দীন। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُ এর বংশধর।

কেল্লা নির্মান এবং পঞ্চম পূর্ব পুরুষের বরকত(ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ এর পঞ্চম পূর্ব পুরুষ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম রফীউদ্দীন ফারুকী সোহরওয়ার্দী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ হযরত সায়্যিদুনা মাখদুম জাহানিয়া জাহাঁ গশ্‌ত সায়্যিদ জালালুদ্দীন বুখারী সোহরওয়ার্দী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ (ওফাত: ৭৮৫ হিঃ) এর খলিফা ছিলেন। যখন তাঁরা দু'জন (হিন্দ) ভারতে আগমন করলেন এবং সেরহিন্দ শরীফ থেকে "সারাইস" গ্রামে পৌঁছলেন তখন সেখানকার লোকেরা আবেদন করলেন যে, "সারাইস" গ্রাম এবং "সামানা" এর মধ্যবর্তী রাস্তা বিপদজনক, জঙ্গলে ভয়ানক হিংস্র পশু রয়েছে, তিনি (সে যুগের বাদশা) সুলতান ফিরোজ শাহ তুগলককে উভয় স্থানের মধ্যবর্তী একটি শহর প্রতিষ্ঠা করার জন্য বললেন, যেন মানুষের উপকার সাধিত হয়। সুতরাং

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ ইমাম রফিউদ্দীন সোহরওয়ার্দী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বড় ভাই খাজা ফতহুল্লাহ্ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সুলতান ফিরোজ শাহ তুগলকের নির্দেশে একটি কেল্লা (প্রাসাদ) নির্মান শুরু করলেন, কিন্তু একটি আশ্চর্য দুর্যোগ দেখা গেলো যে, একদিনে যতটুকু কেল্লা নির্মান করা হতো দ্বিতীয় দিন তা ভেঙ্গে পড়ে যেতো, হযরত সায়্যিদুনা মাখদুম সায়্যিদ জালালুদ্দীন বুখারী সোহরওয়ার্দী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিকট যখন সে দুর্যোগের সংবাদ পৌঁছল তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হযরত ইমাম রফিউদ্দীন সোহরওয়ার্দী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে লিখলেন যে, আপনি নিজে গিয়ে কেল্লার ভিত্তি স্থাপন করুন এবং সেই শহরেই বসবাস করুন, অতএব, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আগমন করলেন, কেল্লা নির্মান করলেন এবং সেখানেই বসবাস শুরু করলেন। হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর শুভ জন্ম সেই শহরে হয়েছিলো। **(যুবদাতুল মাকামাত, ৮৯ পৃষ্ঠা সংকলিত)**

সম্মানিত পিতার মর্যাদা

হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সম্মানিত পিতা হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল আহাদ ফারুকী চিশতী কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অভিজ্ঞ আলিমে দ্বীন ও অলীয়ে কামিল ছিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যৌবন কালে ফয়েয অর্জন করার জন্য হযরত শায়খ আব্দুল কুদ্দুস চিশতী সাবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

(ওফাত: ৯৪৪ হিঃ/ ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দ) এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আস্তানায়ে আলীয়ায় অবস্থান করার ইচ্ছা পোষণ করলেন, কিন্তু শায়খ হযরত আব্দুল কুদ্দুস চিশতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: "দ্বীনি ইলম অর্জন সমাপ্ত করার পর এসো।" তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যখন ইলমে দ্বীন অর্জন করার পর উপস্থিত হলেন, তখন হযরত শায়খ আব্দুল কুদ্দুস চিশতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ওফাত গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর শাহজাদা শায়খ রুকনুদ্দীন চিশতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ (ওফাত: ৯৮৩ হিঃ/ ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দ) খিলাফতের মসনদে সমাসীন ছিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হযরত শায়খ আব্দুল আহাদ ফারুকী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে সিলসিলায়ে কাদেরীয়া ও চিশতীয়ার খেলাফত দ্বারা ধন্য করলেন এবং বিশুদ্ধ ও অলঙ্কৃত আরবী ভাষায় অনুমতি পত্র প্রদান করেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দীর্ঘ সময় সফরে ছিলেন এবং অনেক আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের সাথে সাক্ষাৎ করেন, পরিশেষে সেরহিন্দ শরীফে তাশরীফ নিয়ে আসেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করে ইসলামী কিতাবের দরস দিতে থাকেন। ফিকাহ ও উসূলে ফিকাহর মধ্যে অতুলনীয় ছিলেন, সুফিয়ায়ে কিয়ামগণের কিতাবসমূহ: তা'আররুফ, আওয়ারিফুল মা'আরিফ এবং ফুসু'সুল হিকম এর দরসও দিতেন, অনেক মাশায়িক তাঁর কাছে থেকে উপকৃত হয়েছেন। "সিকান্দরি" এর নিকটবর্তী "আটাভে" (নামক স্থানের) এক নেক পরিবারে তাঁর বিবাহ হয়েছিলো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

ইমাম রব্বানীর সম্মানিত পিতা শায়খ আব্দুল আহাদ ফারুকী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ৮০ বছর বয়সে ১০০৭ হিঃ/ ১৫৯৮ সালে ওফাত গ্রহণ করেন। তাঁর মাযার মোবারক সেরহিন্দ শরীফ শহরের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অনেক কিতাব রচনা করেন, যেগুলোর মধ্যে কুনুযুল হাক্বায়িক ও আসরারুত তাশাহুদও অর্ন্তভুক্ত।

(সীরাতে মুজাদ্দিদে আলফেসানী, ৭৭-৭৯ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

শিক্ষা অর্জন ও প্রশিক্ষণ লাভ

হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর সম্মানিত পিতা শায়খ আব্দুল আহাদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কাছ থেকে অনেক জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর ফরযের পাশাপাশি নফলের প্রতি ভালবাসাও তাঁর পিতা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর থেকে পেয়েছেন, যেমনিভাবে তিনি বলেন: "এ ফকীরের নফল ইবাদত, বিশেষতঃ নফল নামাযের তৌফিক আমার সম্মানিত পিতা কাছ থেকে পেয়েছি।" **(মাবদা ওয়া মা'আদ, ৬ পৃষ্ঠা)** সম্মানিত পিতা ব্যতিত অন্যান্য ওস্তাদের কাছ থেকেও জ্ঞান অর্জন করেছেন। যেমন; মাওলানা কামাল কাশ্মিরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিকট কিছু কঠিন কিতাব পড়েছেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" **(কানযুল উম্মাল)**

হযরত মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ ইয়াকুব ছরফী কাশ্মিরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কাছ থেকে হাদীসের কিতাব পড়েছেন এবং সনদ গ্রহণ করেন। হযরত কাজী বাহলূল বদখশী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কাছ থেকে কসীদায়ে বুরদা শরীফের পাশাপাশি তাফসীর ও হাদীসের অনেক কিতাব পড়েছেন। হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ১৭ বছর বয়সে জাহেরী জ্ঞানার্জন সমাপ্তির সনদ লাভ করেন।

(হযরাতুল কুদুস, ৩২ পৃষ্ঠা)

মুর্খ সূফী শয়তানের ভাঁড় স্বরূপ

হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদ আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর পাঠদানের পদ্ধতি খুবই চমৎকার ছিলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাফসীরে বয়যাভী, বুখারী শরীফ, মিশকাত শরীফ, হিদায়া ও শরহে মাওয়াকিফ ইত্যাদি কিতাবের দরস দিতেন। পাঠদানের পাশাপাশি জাহেরী ও বাতেনী সংশোধনের মাদানী ফুল দ্বারা ছাত্রদের ধন্য করতেন। ইলমে দ্বীনের উপকার সমূহ এবং তা অর্জনের চেতনা জাগ্রত করার জন্য ইলম ও ওলামাদের গুরুত্ব বর্ণনা করতেন। যখন কোন ছাত্রের মাঝে দূর্বলতা বা অলসতা লক্ষ্য করতেন তখন অত্যন্ত উত্তম পদ্ধতিতে তার সংশোধন করতেন। যেমনিভাবে, হযরত বদরুদ্দীন সেরহিন্দী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "আমি যৌবন কালে অধিকাংশ সময় অবস্থার প্রভাবের কারণে পড়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলতাম,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" **(জামে সগীর)**

তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ পূর্ণ দয়ার সাথে আমাকে বলতেন: সবক নাও এবং পড়ো। কেননা, মুর্খ সূফী হচ্ছে শয়তানের ভাঁড় স্বরূপ।"

(প্রাগুক্ত, ৮৯ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

ছেলে এমন হওয়া চাই!

হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ জ্ঞান অর্জন করার পর আগ্রা (ভারত) আগমন করলেন এবং পাঠদান শুরু করলেন, সমসাময়িক বড় বড় ওলামায়ে কিরাম তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে ইলম ও হিকমতের ঝর্ণাধারায় পরিতৃপ্ত হতে লাগলেন। যখন "আগ্রা"য় অনেকদিন অতিবাহিত হয়ে গেলো, তখন তাঁর সম্মানিত পিতা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁকে স্বরণ করতে লাগলেন এবং তাঁকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে গেলেন, অতএব সম্মানিত পিতা দীর্ঘ সফর করে আগ্রায় আসলেন এবং আপন কলিজার টুকরোর (অর্থাৎ মুজাদ্দিদে আলফে সানী) সাক্ষাৎ করে চুক্ষুদ্বয় শীতল করলেন। আগ্রার এক আলিম সাহেব যখন তাঁর এই হঠাৎ আগমনের কারণ জানতে চাইলেন, তখন বললেন: "শায়খ আহমদ (সারহিন্দী) এর স্বাক্ষাতের প্রবল আগ্রহে এখানে এসেছি। যেহেতু কিছু অপারগতার কারণে তাঁর আমার নিকট আসা কঠিন ছিলো, তাই আমিই চলে এসেছি।"

(যুবদাতুল মাকামাত, ১৩৩ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

পিতার দেখার কারণে সন্তানের সাওয়াব অর্জন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাধ্যগত ও নেক সন্তান চোখের শীতলতা এবং অন্তরের প্রশান্তি হয়ে থাকে। যেমনিভাবে মাতা পিতাকে ভালবাসাপূর্ণ দৃষ্টিতে যিয়ারত করলে সন্তানের একটি মাকবুল হজ্জের সাওয়াব অর্জিত হয়। তেমনিভাবে যে সন্তানের সাক্ষাতে পিতা মাতার চক্ষু শীতল হয়, এমন সন্তানের জন্যও গোলাম আযাদ করার মতো সাওয়াবের সুসংবাদ রয়েছে। যেমনিভাবে, **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "যখন পিতা তার সন্তানকে এক নজর দেখেন, তখন সন্তানের একজন গোলাম আযাদ করার সাওয়াব অর্জিত হয়।" **রিসালাতের দরবারে** আরয করা হলো: "যদি পিতা তিনশত ষাটবার (৩৬০) দেখেন?" ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ্ তাআলা** মহান।" **(মু'জামুল কাবীর, ১১তম খন্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ১১৬০৮)** অর্থাৎ **তিনি** সব কিছুর ক্ষমতা রাখেন, **তিনি** এর থেকে পবিত্র যে, **তাঁকে** এগুলো দান করা হতে অক্ষম বলা।

হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "উদ্দেশ্য হলো, যখন আসল (পিতা) আপন শাখা (সন্তান) এর উপর দৃষ্টি দেন এবং তাকে **আল্লাহ্ তাআলা**র আনুগত্য করতে দেখেন, তবে সন্তানের একজন গোলাম আযাদ করার ন্যায় সাওয়াব অর্জিত হয়। এর একটি কারণ হলো, সন্তান আপন প্রতিপালক **আল্লাহ্ তাআলা**কে সন্তুষ্টও করলো এবং পিতার চোখে শীতলতাও পৌঁছাল।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

কেননা, পিতা তাকে **আল্লাহ্ তাআলার** আনুগত্য করার মধ্যে দেখেছেন। (আত তাইসীর, ১ম খন্ড, ১৩১ পৃষ্ঠা)

মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মোবারক আকৃতি

তাঁর গায়ের রঙ হালকা বাদামী ছিলো। কপাল প্রশস্থ এবং চেহারা মোবারক খুবই নুরানী ছিলো। ভ্রু লম্বা, কালো ও চিকন ছিলো। চোখ প্রশস্থ এবং বড় আর নাক চিকন ও উঁচু ছিলো। ঠোঁট লালও চিকন, দাঁত মুক্তার ন্যায় পরস্পর মিলিত এবং উজ্জল ছিলো। দাঁড়ি মোবারক খুবই ঘন, লম্বা ও চৌকোণা ছিলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দীর্ঘকায় এবং তুলতুলে শরীরের অধিকারী ছিলেন। তাঁর শরীরে মাছি বসতো না। পায়ের গোছা পরিস্কার ও উজ্জল ছিলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এমন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ছিলেন যে, ঘাম থেকে বিশ্রি গন্ধ আসতোনা। (হযরাতুল কুদুস, দপ্তর দো'ম, ১৭১ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

সুন্নাতী বিবাহ

হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সম্মানিত পিতা হযরত শায়খ আব্দুল আহাদ ফারুকী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যখন তাঁকে আগ্রা (ভারত) থেকে নিজের সাথে সারহিন্দে নিয়ে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে যখন তানেসসর পৌঁছলেন তখন সেখানকার ধনী (প্রধান) শায়খ সুলতানের শাহ্জাদির সাথে হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সুন্নাতী বিবাহ সম্পাদন করিয়ে দিলেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হানাফী মতাবলম্বি ছিলেন

হযরত সায়্যিদুনা ইমামে রব্বানী, মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সিরাজুল আইম্মা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আযম আবু হানিফা নুমান বিন ছাবিত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর অনুসারী হওয়ার কারণে হানাফী ছিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সায়্যিদুনা ইমাম আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর প্রতি খুবই ভক্তি ও ভালবাসা পোষণ করতেন। যেমনিভাবে-

ইমাম আযমের শান মুজাদ্দিদে আলফে সানীর ভাষায়

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর শান বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: "ইমামে আযম, ইমাম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে কী লিখবো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সকল আইম্মায়ে মুজতাহিদীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن মধ্যে, হোক না তিনি ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বা ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিজ্ঞ আলিম এবং সবচেয়ে অধিক সংযমী ও পরহেযগার ছিলেন। ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: اَلْفُقَهَاءُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ অর্থাৎ সকল ফকীহ ইমাম আবু হানীফার পরিবারবর্গ। (মাবদা ওয়া মা'আদ, ৪৯ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

অনুমতি ও খেলাফত

হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর তরিকতের বিভিন্ন সিলসিলার অনুমতি ও খেলাফত অর্জিত ছিলো: (১) সিলসিলায়ে সোহরাওয়ার্দীয়া কুবরাভীয়া হতে তাঁর সম্মানিত ওস্তাদ হযরত শায়খ ইয়াকুব কাশ্মিরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কাছ থেকে অনুমতি ও খেলাফত অর্জন করেন। (২) সিলসিলায়ে চিশতীয়া ও কাদেরীয়া হতে তাঁর পিতা হযরত শায়খ আব্দুল আহাদ চিশতী কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কাছ থেকে অনুমতি ও খেলাফত লাভ করেন। (৩) সিলসিলায়ে কাদেরীয়ায় কেথলী (সেরহিন্দ শহরতলী) এর বুযুর্গ হযরত শাহ সিকান্দর কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হতে অনুমতি ও খেলাফত লাভ করেন। (৪) সিলসিলায়ে নকশবন্দীয়ায় হযরত খাজা মুহাম্মদ বাক্বী বিল্লাহ্ নকশবন্দী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কাছ থেকে অনুমতি ও খেলাফত লাভ করেন। (সীরাতে মুজাদ্দিদে আলফে সানী, ৯১ পৃষ্ঠা) হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তিন সিলসিলার ফয়েয অর্জনের ব্যাপারে এভাবে উল্লেখ করেন: "আমার অনেক পীর মাশায়েখের মাধ্যমে **নবী করিম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট থেকে লক্ষ্য অর্জিত হয়ে থাকে। সিলসিলায়ে নকশাবন্দীয়ার ২১জন, সিলসিলায়ে কাদেরীয়ার ২৫জন এবং সিলসিলায়ে চিশতীয়ার ২৭জন পীর মাশায়িখের মাধ্যমে।" (মাকতুবাতে ইমাম রব্বানী, নবম অংশ, মকতুব ৮৭, ২য় খন্ড, ২৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" **(মুসলিম শরীফ)**

পীর ও মুর্শিদের আদব ও সম্মান(কাহিনী)

হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর পীর ও মুর্শিদ হযরত খাজা মুহাম্মদ বাক্বী বিল্লাহ্ নকশবন্দী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে খুবই আদব ও সম্মান করতেন এবং হযরত খাজা মুহাম্মদ বাক্বী বিল্লাহ্ নকশবন্দী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ও তাঁকে খুবই গুরুত্ব ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখতেন। সুতরাং একদা হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হুজরা শরীফের আসনে আরাম করছিলেন, তখন হযরত খাজা মুহাম্মদ বাকী বিল্লাহ্ নকশবন্দী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অন্যান্য দরবেশদের মতো একাকী তাশরীফ নিয়ে আসলেন। যখন তিনি হুজরার দরজায় পৌঁছলেন তখন খাদিম হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে জাগ্রত করতে চাইলেন, কিন্তু তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কঠোরভাবে নিষেধ করে দিলেন এবং হুজরার বাইরেই তাঁর জাগ্রত হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরই হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর চোখ খুললো, বাহিরে নড়াচড়া শুনে আওয়াজ দিলেন: "কে?" হযরত খাজা বাক্বী বিল্লাহ্ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: "ফকীর, মুহাম্মদ বাক্বী।" তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আওয়াজ শুনতেই আসন হতে অস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বাহিরে এসে অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতা সহকারে হয়ে পীর সাহেবের সামনে আদবের সাথে বসে গেলেন। **(যুবদাতুল মাকামাত, ১৫৩ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)**

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

মাজার শরীফে হাজেরী

হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মারকাযুল আউলিয়া লাহোরে থাকাবস্থায় ২৫শে জমাদিউল আখির ১০১২ হিজরিতে তাঁর পীর ও মুর্শিদ হযরত সায়্যিদুনা খাজা মুহাম্মদ বাক্বী বিল্লাহ্ নকশবন্দী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দিল্লিতে ওফাত লাভ করেন। এ সংবাদ পৌঁছতেই তিনি দ্রুত দিল্লি যাত্রা করলেন। দিল্লি পৌছে নূরানী মাযার শরীফের যিয়ারত করলেন, ফাতিহা পাঠ এবং তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে সেরহিন্দ তাশরীফ নিয়ে গেলেন।

(প্রাগুক্ত, ৩২, ১৫৯ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

নেকীর দাওয়াতের সূচনা

হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আগ্রা অবস্থান কালেই নেকীর দাওয়াতের সূচনা করেছিলেন, কিন্তু ১০০৮ হিজরিতে হযরত খাজা মুহাম্মদ বাক্বী বিল্লাহ্ নকশবন্দী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিকট বাইয়াত গ্রহণের পর ধারাবাহিক কাজ শুরু করেন। আকবরের শাসনামলের শেষ বৎসরগুলোতে মারকাযুল আউলিয়া লাহোর ও সেরহিন্দ শরীফে অবস্থান করে চুপিসারে ও দূরদর্শিতার সহিত আপন কাজে ব্যস্ত ছিলেন, সে সময় প্রকাশ্যে চেষ্টা করা মৃত্যুকে দাওয়াত দেয়ার নামান্তরই ছিলো। অত্যাচারী শাসকের আমলে চুপিসারে কাজ করাও কম বিপদজনক ছিলো না,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

কিন্তু হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এরূপ ঝুঁকি নিয়ে আপন চেষ্টা অব্যাহত রাখলেন এবং **হুযুরে আনওয়ার, রাসূলদের সরদার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মক্কী জিন্দেগীর প্রাথমিক (ধাপকে) যুগকে সামনে রাখেন। যখন জাহাঙ্গীরের যুগ শুরু হলো তখন মাদানী জিন্দেগীকে সামনে রেখে ভরপূর চেষ্টার সূচনা করলেন। হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নেকীর দাওয়াত এবং মানুষের সংশোধনের জন্য বিভিন্ন মাধ্যম অবলম্বন করেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নবীর সুন্নাতের অনুসরনকে তাঁর মুরীদ, খলীফা এবং মাকতুবাতের (চিঠির) মাধ্যমে এই মিশনকে (সংগঠনকে) সফলতার উচ্চ শিখরে পৌঁছে দেন। (সীরাতে মুজাদ্দিদে আলফে সানী, ১৫৭ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

ইমাম গাযালীর প্রতি বেয়াদবী পোষণকারীকে ধমকালেন(কাহিনী)

একদা এক ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সামনে দর্শন শাস্ত্রের প্রশংসা করতে লাগলেন, তার ধরণ এমন ছিলো যে, তাতে ওলামায়ে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام অসম্মান হচ্ছিলো, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাকে বুঝাতে গিয়ে দর্শনের খন্ডনে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মর্যাদাপূর্ণ বাণী শুনালেন, তখন সে ব্যক্তি মুখ বিকৃত করে বলতে লাগলো: গাযালী অযৌক্তিক কথা বলেছেন, مَعَاذَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ্**র পানাহ)।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" **(আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)**

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর শানে বেয়াদবী মূলক বাক্য শুনে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ রাগান্বিত হয়ে গেলেন! তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে উঠলেন এবং তাকে ধমক দিয়ে বললেন: "যদি জ্ঞানীদের সংস্পর্শের আগ্রহ থাকে, তবে এরূপ বেয়াদবী মূলক বাক্য বলা থেকে নিজের মুখ বন্ধ রাখো।" **(যুবদাতুল মাকামাত, ১৩১ পৃষ্ঠা)**

বেয়াদবীর শিক্ষণীয় পরিণাম(কাহিনী)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেকোন মুসলমানকে উপহাস করা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের জন্য ক্ষতিকর, কিন্তু বুযুর্গানে দ্বীনের সাথে বেয়াদবীর শাস্তি অনেক সময় দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হয়, যেন এমন ব্যক্তি লোকদের জন্য শিক্ষা লাভের মাধ্যম হয়ে যায়। যেমনিভাবে হযরত সায়্যিদুনা তাজুদ্দীন আব্দুল ওয়াহহাব বিন আলী সুবকী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এক ফকীহ (অর্থাৎ আলিমে দ্বীন) আমাকে বললেন যে, এক ব্যক্তি ফিকহে শাফেয়ীর দরসে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে গালমন্দ করলো, আমি এতে অনেক কষ্ট পেলাম, রাতে ব্যথিত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর যিয়ারত লাভ হলো। আমি সেই গালমন্দকারী ব্যক্তির কথা আলোচনা করতেই তিনি (ইমাম গাযালী) رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

"চিন্তা করোনা, সে আগামী কাল মারা যাবে।" সকালে যখন আমি দরসের হালকায় পৌঁছলাম, তখন লোকটিকে হাসি খুশি অবস্থায় দেখলাম কিন্তু যখন সে সেখান থেকে বের হলো তখন ঘরে যাওয়ার সময় রাস্তায় বাহন থেকে পড়ে আহত হলো এবং সূর্যাস্তের পূর্বেই সে মারা গেলো। **(ইত্তেহাফুস সা'দাত লিয যাবীদি, ১ম খন্ড, ১৪ পৃষ্ঠা)**

তিলাওয়াতের আগ্রহ

হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সফরাবস্থায় কুরআনুল করীম তিলাওয়াত করতেন, কখনো কখনো তিন চার পারাও পূর্ণ করে নিতেন। এমতাবস্থায় সিজদার আয়াত আসলে বাহন থেকে নেমে তিলাওয়াতের সিজদা আদায় করতেন।

(যুবদাতুল মাকামাত, ২০৭ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

সুন্নাতের উপর আমল করার পুরস্কার(কাহিনী)

হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অন্যান্য কার্যাবলীর মতো শয়নে ও জাগরণেও সুন্নাতের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। একদা রমযানুল মোবারকের শেষ দশদিনে তারাবীর পর আরামের জন্য অসতর্কতা বশতঃ বাম দিকে কাত হয়ে শুয়ে গেলেন, এমন সময় খাদিম পা টিপতে লাগলেন। তাঁর হঠাৎ স্মরণ আসলো যে, "ডান দিকে কাত হয়ে শুয়ার সুন্নাত" ছুটে গিয়েছে। নফস অলসতা দিলো যে, ভুলে যদি এমন হয় তবে কোন সমস্যা নেই,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

কিন্তু তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উঠে গেলেন এবং সুন্নাত অনুযায়ী ডান দিকে কাত হয়ে আরাম করলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এই সুন্নাতের উপর আমল করাতেই আমার উপর অনুগ্রহ, বরকত ও সিলসিলার নূর প্রকাশিত হতে লাগলো এবং আওয়াজ আসলো: "সুন্নাতের উপর আমলের কারণে আপনাকে পরকালে কোন ধরণের শাস্তি দেয়া হবে না এবং আপনার খাদেম, যে পা টিপে দিয়েছে তাকেও ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।" **(প্রাগুক্ত, ১৮০ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! সুন্নাতের উপর আমল করার কেমন বরকত। যদি আমরাও সুন্নাত অনুযায়ী শয়নের অভ্যাস গড়ে নিই তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকত নসীব হবে। এটা ও জানা গেলো, নেক বান্দাদের খিদমত করাও অনেক বড় সৌভাগ্যের কারণ হয়ে থাকে।

শয়ন ও জাগরণের ৫টি মাদানী ফুল

❁ শয়ন করার পূর্বে এ দোয়াটি পড়ে নিন:

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমি তোমার নামে মৃত্যুবরণ করছি এবং জীবিত হব। (অর্থাৎ শয়ন করি ও জাগ্রত হই)।

(বুখারী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯৬, হাদীস নং ৬৩২৫)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো إِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

❁ সুন্নাত হলো, "ধ্রুবতারার (অর্থাৎ উত্তর) দিকে মাথা রাখা এবং ডান পাশে কাত হয়ে শোয়া, যেন শয়নেও মুখ কাবার দিকেই থাকে।" **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩তম খন্ড, ৩৮৫ পৃষ্ঠা)** পৃথিবীর সব জায়গায় ধ্রুবতারা উত্তর দিকে হবে না, সুতরাং পৃথিবীর যেকোন অংশেই শয়ন করুন না কেন এবং মাথা বা পা যেদিকেই হোক না কেন ব্যস "ডান পাশে কাত হয়ে এমনভাবে শয়ন করবেন, যেন মুখ কিবলার দিকে থাকে" সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। ❁ জাগ্রত হওয়ার পর এ দোয়া পাঠ করুন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَحْیَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَیْهِ النُّشُوْرُ

অনুবাদ: সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ্ তাআলা**র জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন এবং তারই দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। **(বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৬৩২৫)** বাহারে শরীয়াত ৩য় খন্ডের ৪৩৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে: (ঘুম হতে জাগ্রত হয়ে) সেই সময় দৃঢ় সংকল্প করুন যে, পরহেযগারী ও তাকওয়া অবলম্বন করবো, কাউকে কষ্ট দিবো না। ❁ ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে মিসওয়াক করুন। ❁ রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদ আদায় করুন। কেননা, এটা মহান সৌভাগ্যের বিষয়। **সায়্যিদুল মুবাল্লিগীন, রহমাতুল্লিল আলামীন, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ফরয সমূহের পর সর্বোত্তম নামায হলো, রাতের নামায।" **(মুসলিম, ৫৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ১১৬৩)**

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" **(হাকিম)**

মাগফিরাতের সুসংবাদ

হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ একদা নেয়ামতের চর্চা করতে গিয়ে বলেন: "একদিন আমি আমার বন্ধুদের সাথে বসে নিজের দূর্বলতা সমূহ নিয়ে ভাবছিলাম, নম্রতা ও বিনয়ের প্রাধান্য ছিলো। এমতাবস্থায় এ হাদীসের আলোকে "مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ অর্থাৎ যে (ব্যক্তি) **আল্লাহ্ তাআলা**র জন্য বিনয় করে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন।"[১] **রব (আল্লাহ্) তাআলা**র পক্ষ হতে সম্বোধন করা হলো: "غَفَرْتُ لَكَ وَلِمَنْ تَوَسَّلَ بِكَ بِوَاسِطَةٍ اَوْ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَة অর্থাৎ আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং কিয়ামত পর্যন্ত জন্ম গ্রহণকারী সে সকল লোককেও ক্ষমা করে দিলাম যারা তোমার ওসীলায় মাধ্যম হোক বা মাধ্যম ছাড়া আমি পর্যন্ত পৌঁছবে।" এরপর আমাকে আদেশ দেয়া হলো যে, আমি যেন এই সুসংবাদটি প্রকাশ করি।

(হযরাতুল কুদুস, দপ্তর দো'ম, ১০৪ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

সাওয়াবের উপহার(কাহিনী)

হযরত ইমামে রব্বানী, মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সফর ও অবস্থানের খাদিম হযরত হাজি হাবীব আহমদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন:

---

[১] **(শুয়াবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৮১৪)**

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর "আজমীর শরীফে" অবস্থানের সময় এক দিন আমি ৭০ হাজারবার কলেমায়ে তৈয়্যবা শরীফ পাঠ করলাম এবং তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম: আমি ৭০ হাজারবার কলেমা শরীফ পাঠ করেছি, এর সাওয়াব আপনাকে উপহার স্বরূপ প্রেরণ করলাম। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দ্রুত হাত উঠিয়ে দোয়া করলেন। পরের দিন বললেন: গতকাল যখন আমি দোয়া করছিলাম তখন আমি দেখলাম, ফিরিশতাদের বাহিনী সেই কলেমা তৈয়্যবার সাওয়াব নিয়ে আসমান থেকে অবতীর্ণ হচ্ছিলো, তাদের সংখ্যা এতই বেশি ছিলো যে, জমিনে পা রাখার জায়গা অবশিষ্ট ছিলো না! তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আরোও বলেন: এই খতমের সাওয়াব আমার জন্য অত্যন্ত ফলদায়ক সাব্যস্ত হলো। সেই হাজী সাহেব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বর্ণনা হচ্ছে যে, হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আমাকে বললেন: আমি যা কিছু বললাম এতে আশ্চর্য হয়ো না, আমি নিজের অবস্থা সম্পর্কেও তোমাকে বলছি: আমি দৈনিক তাহাজ্জুদের পর পাঁচশতবার কলেমায়ে তৈয়্যবা পাঠ করে আমার মরহুম সন্তান মুহাম্মদ ঈসা, মুহাম্মদ ফারুক এবং মেয়ে উম্মে কুলছুমকে ইছালে সাওয়াব করতাম। প্রতিরাতে তাদের রুহগুলো কলেমায়ে তৈয়্যবার খতমের জন্য উৎসাহ প্রদান করতো। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাহাজ্জুদ আদায়ের পর কলেমায়ে তৈয়্যবার খতম না করতাম ততক্ষণ পর্যন্ত রুহগুলো আমার আশেপাশে এমনভাবে ঘুরাফেরা করতো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

যেমনিভাবে শিশুরা খাবারের জন্য মায়ের আশপাশে ততক্ষণ পর্যন্ত ঘুরতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা খাবার না পায়। যখন আমি কলেমায়ে তৈয়্যবার ইসালে সাওয়াব করে দিতাম, তখন রুহগুলো ফিরে যেতো। কিন্তু এখন সাওয়াবের আধিক্ষ্যের কারণে তারা পরিতৃপ্ত রয়েছে আর এখন তাদের আসা হয়না। (প্রাগুক্ত, ৯৫ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

কাহিনী থেকে প্রাপ্ত মাদানী ফুল

❁ জীবিতদেরকেও ইছালে সাওয়াব করা যেতে পারে। ❁ মৃতরা নিজের আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের পক্ষ থেকে ইছালে সাওয়াবের অপেক্ষায় থাকে। ❁ মৃতদের নিকট সাওয়াব পৌঁছে এবং সাওয়াব পেয়ে পরিতৃপ্তও হয়ে যায়। ❁ ইছালে সাওয়াব করা আউলিয়ায়ে কিরামদের চিরচরিত পদ্ধতি।

হাজার দানা বিশিষ্ট তাসবীহ

হযরত হাজী হাবীব আহমদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যে দিন আমি হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে কলেমায়ে তৈয়্যবার সাওয়াব উপহার স্বরূপ প্রদান করলাম, সেই দিনেই তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের জন্য এক হাজার দানা বিশিষ্ট তাসবিহ বানালেন এবং একাকীত্বে তাতে কলেমায়ে তৈয়্যবার ওযীফা পাঠ করতে লাগলেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে) বিশেষভাবে মুরিদদের সাথে নিয়ে এই তাসবীতেই এক হাজারবার দরূদ শরীফের ওযীফা পাঠ করতেন। **(হযারাতুল কুদস, দপ্তর দো'ম, ৯৬ পৃষ্ঠা)**

বিবি আয়েশা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর জন্য ইছালে সাওয়াবের(কাহিনী)

ইমামে রব্বানী, হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: প্রথম দিকে যদি আমি কখনো খাবার রান্না করলে তবে এর সাওয়াব **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মওলায়ে কায়েনাত, আলীউল মুরতাদ্বা শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم ও হযরত খাতুনে জান্নাত ফাতেমাতুয যাহরা ও হযরত হাসনাঈন করীমাঈনদের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ পবিত্র রুহ সমূহের জন্যই বিশেষভাবে ইছালে সাওয়াব করতাম। এক রাতে স্বপ্নে দেখলাম যে, **জনাবে রিসালত মা'আব, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উপবিষ্ট আছেন। আমি **তাঁর** বরকতময় খিদমতে সালাম আরয করলাম তখন **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার দিকে তাকালেন না এবং নুরানী চেহারা মোবারক অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন এবং আমাকে ইরশাদ করলেন: "আমি আয়েশার ঘরে খাবার খাই, যে কেউ আমাকে খাবার পাঠাবে, সে যেন (হযরত) আয়েশার ঘরেই পাঠায়।" সে সময় আমি বুঝতে পারলাম, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর না তাকানোর কারণ এটাই ছিলো যে, আমি উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا কে ইছালে সাওয়াব করতাম না।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" **(কানযুল উম্মাল)**

এরপর থেকে আমি হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বরং সকল উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُنَّ এবং সকল আহলে বাইতদের জন্য ইছারে সাওয়াব করি এবং সকল আহলে বাইতদেরকে নিজের জন্য ওসীলা বানাই।

(মাকতুবাতে ইমাম রব্বানী, দপ্তর দো'ম, অংশ: ৬, মাকতুব ৩৬, ২য় খন্ড, ৮৫ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

সকল মহিলাদের মাঝে সর্বাধিক প্রিয় বিবি আয়েশা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঘটনা দ্বারা জানা গেলো, যাদের ইছালে সাওয়াব করা হয়, তা তাদের নিকট পৌঁছে যায়। এটাও জানা গেলো, ইছালে সাওয়াব নির্দিষ্ট বুযুর্গদের করার স্থলে সকলের জন্য করা উচিত। আমরা যতজনের জন্যই ইছালে সাওয়াব করবো, সকলের নিকট তা সমান ভাবে পৌঁছবে এবং আমাদের সাওয়াবেও কোন কমতি হবে না।[১] এটাও জানা গেলো, আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا কে খুবই ভালবাসতেন।

[১] বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা হতে রিসালা "ফাতিহা ও ইছালে সাওয়াবের পদ্ধতি (পৃষ্ঠা ২৮)" মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সংগ্রহ করুন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" **(জামে সগীর)**

"বুখারী" শরীফের বর্ণনা হচ্ছে: হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন আস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ যখন "গযওয়ায়ে সালাসিল" থেকে ফিরে আসলেন তখন তিনি আরয করলেন: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم**!** আপনার নিকট সকল মানুষের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় কে?" ইরশাদ করলেন: "(মহিলাদের মধ্যে) আয়েশা।" তিনি পূণরাই আরয করলেন: "পুরুষদের মধ্যে?" ইরশাদ করলেন: "তাঁর পিতা (অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ)।"

(বুখারী, ২য় খন্ড, ৫১৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৩৬৬২)

বিনতে সিদ্দিক আরামে জানে নবী — উছ হারীমে বরাআত পে লাখো সালাম।
ইয়ানি হে সুরায়ে নূর যিন কী গাওয়াহ — উন কী পুর নূর সুরত পে লাখো সালাম।

(হাদায়িকে বখশীশ শরীফ, ৩১১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ওলী ওলীকে চিনেন(কাহিনী)

হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যে দিনগুলোতে মারকাযুল আউলিয়া লাহোরে অবস্থান করতেন, তখন এক সবজী ব্যবসায়ী তাঁর মহান দরবারে উপস্থিত হলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি যাওয়ার পর আরয করা হলো: সে তো একজন সবজী ব্যবসায়ী ছিলো! (তার প্রতি এমন সম্মান?) বললেন: তিনি আবদাল (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলার** অলী) নিজেকে গোপন রাখার জন্য এমন পেশা অবলম্বন করেছেন।

(হযারাতুল কুদস, দপ্তর দো'ম, ৯৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

৯টি কারামত

(১) একই সময় দশটি ঘরে আগমন(কাহিনী)

হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী শায়খ আহমদ সেরহিন্দী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে দশজন মুরিদের প্রত্যেকে রমযানুল মোবারক মাসের একই দিন ইফতারের দাওয়াত দিলেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সকলের দাওয়াত কবুল করলেন, যখন সূর্যাস্তের সময় হলো তখন একই সময়ে সকলের নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং তাদের সাথে ইফতার করলেন।

(জামেয়ে কারামাতিল আউলিয়া লিন নাবহানী, ১ম খন্ড, ৫৫৬ পৃষ্ঠা)

(২) তৎক্ষণাৎ বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেলো(কাহিনী)

একদা বৃষ্টি হচ্ছিল, তখন হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আকাশের দিকে দৃষ্টি উঠালেন এবং বৃষ্টিকে উদ্দেশ্য করে বললেন: "অমুক সময় পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যাও!" সুতরাং বৃষ্টি সেই সময় পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেলো। **(প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, ৫৫৬ পৃষ্ঠা)**

(৩) তাকে হাতির পায়ের নিচে পিষ্ঠ করা হোক(কাহিনী)

এক ধনীর দুলালের (ছেলের) প্রতি বাদশাহ অসন্তুষ্ট হয়ে গেলো এবং তাকে মারকাযুল আউলিয়া লাহোর থেকে সারহিন্দে ডাকা হলো। তার ব্যাপারে এ আদেশ জারী করলো যে, যখনই সে আসবে তখনই তাকে হাতির পায়ের নিচে পিষ্ট করা হোক।

www.dawateislami.net

সেই ধনীর দুলাল (ছেলে) যখন সারহিন্দে পৌঁছল, তখন হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বরকতময় খিদমতে উপস্থিত হয়ে অত্যন্ত বিনয় সহকারে নিজের মুক্তির জন্য আবেদন করলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কিছুক্ষণ মুরাকাবা করলেন, অতঃপর বললেন: বাদশার পক্ষ থেকে তুমি কোন কষ্ট পাবে না বরং তিনি তোমার প্রতি দয়া করবেন। সেই ধনীর দুলাল (ছেলে) আরয করল: আলীজাহ! আপনি লিখে দিন যাতে এ লিখা আমার অন্তরের প্রশান্তির মাধ্যম হয়। অতএব, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর প্রশান্তির জন্য এরূপ লিখলেন: "এ ব্যক্তি বাদশার ক্রোধের ভয়ে এখানে এসেছে, তাই এ ফকির নিজের জামানতে তাকে এ বিপদ থেকে মুক্তি দিয়ে দিলো।" সেই ধনীর দুলাল যখনই বাদশার দরবারে পৌঁছল, তখন তাঁর (হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর) বর্ণনানুসারে বাদশা তাকে দেখে মুসকি হাসলেন এবং উপদেশ হিসেবে কিছু কথা বললেন আর অত্যন্ত দয়া ও পুরস্কার দ্বারা ধন্য করে বিদায় দিলেন।

(হযারাতুল কুদস, দপ্তর দো'ম, ১৭০ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

(৪) সন্তানের ব্যাপারে অদৃশ্যের সংবাদ দিলেন(কাহিনী)

হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর এক আত্মীয়ের ঘরে পুত্র সন্তান জন্ম হতো ঠিকই কিন্তু ছোট বয়সেই মারা যেত। একদা যখন পুত্র সন্তানের জন্ম হলো, তখন সে সন্তানকে নিয়ে তাঁর বরকতময় খিদমতে উপস্থিত হলো এবং

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

বিস্তারিত ঘটনা খুলে বললো এবং আরয করলো যে, আমরা মান্নত করেছি যে, যদি এ সন্তান বড় হয় তবে আমরা তাকে আপনার গোলামীতে দিয়ে দিবো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: "তার নাম আব্দুল হক রাখো, সে জীবিত থাকবে এবং দীর্ঘ হায়াত পাবে, কিন্তু প্রতি মাসে হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ফাতিহা করতে থাকবে।" اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তাঁর কথার বরকতে সে সন্তান দীর্ঘায়ু লাভ করলো। (প্রাগুক্ত, ২০৫ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

(৫) মনের খবর জেনে নিলেন(কাহিনী)

হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর এক মুরীদের বর্ণনা, আমি গোপনে আফিম খেতাম এবং সে ব্যাপারে কেউ জানতো না। একদা আমি মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সাথে কোথাও যাচ্ছিলাম তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: "কী ব্যাপার! আমি তোমার অন্তরে অন্ধকার দেখছি?" আমি স্বীকার করলাম, আমি গোপনে আফিম খেয়ে থাকি। কিন্তু এখন এর থেকে তাওবা করছি। (প্রাগুক্ত)

(৬) কী চাওয়ার আছে, চাও?(কাহিনী)

একদা হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ একাকী বসা ছিলেন এবং এক নওমুসলিম তাঁর বরকতময় খিদমতে উপস্থিত ছিলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাকে বললেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

"কী চাওয়ার আছে, চাও? যা চাইবে তাই পাবে?" সে বললো: "আলীজাহ! আমার ভাই ও মা নিজেদের কুফরীর মধ্যে অত্যন্ত কঠোর, আমার অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও তারা ইসলাম কবুল করছে না, আপনি একটু দয়ার দৃষ্টি দিন যেন তারা মুসলমান হয়ে যায়।" তিনি বললেন: "এটা ছাড়া আর কিছু চাও?" আরয করলো: "আপনার দয়ার দৃষ্টিতে আমার কল্যাণ অর্জিত হয়ে যাবে। কিন্তু এখন এটাই আশা যে, তারা যেন মুসলমান হয়ে যায়।" বললেন: "তারা অতি সত্ত্বর মুসলমান হয়ে যাবে।" তাঁর বলার তৃতীয় দিন ঐ ব্যক্তির ভাই ও মা উভয়ে সেরহিন্দ শরীফে এসে মুসলমান হয়ে যায়।

(প্রাগুক্ত, ২০৩ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(৭) মুরীদকে সাহায্য করলেন(কাহিনী)

হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বিশেষ মুরিদ সায়্যিদ জামাল একদিন কোন উপত্যাকার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো, হঠাৎ একটি সিংহ সামনে এসে গেলো! তার পা সেখানে আটকে গেলো, তৎক্ষণাৎ আপন মুর্শিদ হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দরবারে আবেদন করলেন: বাঁচান!

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" **(মুসলিম শরীফ)**

সেই মুহূর্তেই হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আফফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হাতে লাঠি নিয়ে নিজ মুরিদের সাহায্যের জন্য আগমন করলেন, সিংহটিকে লাঠি দিয়ে মারলেন, যখন সায়্যিদ জামাল সাহেব চোখ খুললেন তখন সিংহের কোন চিহ্নও ছিলনা এবং হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ও তাশরীফ নিয়ে গিয়ে ছিলেন।

(যুবদাতুল মাকামাত, ২৬৩ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

শেরোঁ পে শরফ রাখতে হে দরবারকে কুত্তে,
শাহোঁ সে ভী বড় কর শরহে গদায়ানে মুহাম্মদ (ﷺ)।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৮) স্বপ্নে মন্দ আকীদার চিকিৎসা করে দিলেন(কাহিনী)

এক ব্যক্তি কিছু সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان বিশেষতঃ হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর প্রতি **আল্লাহ্**র পানাহ! বিদ্বেষ পোষণ করতো। একদা সে **"মাকতুবাতে ইমামে রব্বানি"** পাঠ করছিলো, এতে এ লাইনটি পড়লো: "হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে মন্দ বলাকে হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর, হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا কে মন্দ বলার সমতুল্য ঘোষণা করেছেন।" তখন সে তাঁর (হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) উপর বিরক্ত হয়ে গেলো এবং **আল্লাহ্**র পানাহ!

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

মাকতুবাত শরীফের কিতাব মাটিতে ছুঁড়ে ফেললো। যখন সে ব্যক্তি ঘুমালো তখন হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তার স্বপ্নে আগমন করলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে তার দুই কান ধরে বলতে লাগলেন: "তুমি আমার লিখার প্রতি অভিযোগ করেছো এবং তা মাটিতে ছুঁড়ে মেরেছো! যদি তুমি আমার কথাকে গ্রহণযোগ্য মনে না করো তবে এসো! তোমাকে হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর নিকট নিয়ে যাই, যার জন্য তুমি সাহাবায়ে কিরামদেরকে عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মন্দ বলছো।" অতঃপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাকে এমন স্থানে নিয়ে গেলেন যেখানে এক নুরানী চেহারার বুযুর্গ উপবিষ্ট ছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অত্যন্ত বিনয়ের সাথে সে বুযুর্গকে সালাম করলেন, অতঃপর সে লোকটিকে কাছে ডেকে বললেন: এই উপবিষ্ট বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم শুনো! কী বলছেন। সে ব্যক্তি সালাম করলো, সায়্যিদুনা শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم তার সালামের উত্তর দেয়ার পর বললেন: সাবধান! **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম, শাহানশাহে বনী আদম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবীদের সাথে দ্বন্দ্ব রেখো না, তাঁদের ব্যাপারে কোন বেয়াদবীপূর্ণ বাক্য মুখে উচ্চারণ করো না। অতঃপর হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দিকে ইঙ্গিত করে তাকে বললেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

"তাঁর লিখনীর প্রতি কখনো বিরোধীতা করো না।" এ উপদেশের পরও তার অন্তর থেকে সাহাবায়ে কিরামের প্রতি বিদ্বেষ দূর হলো না, তখন মওলায়ে কায়েনাত হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم বললেন: "এর অন্তর এখনও পর্যন্ত পরিস্কার হয়নি।" এটা বলে হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে লোকটিকে থাপ্পড় মারার জন্য বললেন, আদেশ পালনার্থে যখনই তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লোকটির মাথার পিছনে থাপ্পড় মারলেন, তখন তার অন্তর থেকে সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان প্রতি সকল ঘৃণা দূর হয়ে গেলো। যখন সে জাগ্রত হলো তখন তার অন্তর সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর ভালবাসায় ভরপূর হয়ে গিয়েছিল এবং হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ভালবাসাও আরো শতগুণ বেড়ে গিয়েছিল।

(হযারাতুল কুদস, দপ্তর দো'ম, ১৬৭ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

(৯) নিজের ওফাতের সংবাদ পূর্বেই দিয়ে দিলেন(কাহিনী)

হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের ইন্তেকালের অনেক পূবেই নিজের সম্মানিতা স্ত্রী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا কে বলে দিয়েছেন যে, আমার নিকট প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে যে, আমার ইন্তেকাল তোমার পূবেই হয়ে যাবে, অতএব এমনই হলো যে, মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর পূর্বেই ইন্তেকাল করলেন।

(প্রাগুক্ত, ২০৮ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" **(আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)**

কোণা ভাঙ্গা মাটির পাত্র(কাহিনী)

সিলসিলায়ে আলীয়া নকশবন্দীয়ার মহান ইমাম হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ একদা গণশৌচাগারে মেথরের নিকট পরিস্কারের কাজে ব্যবহৃত ময়লাযুক্ত বড় আকারের কোণা ভাঙ্গা একটি মাটির পাত্র দেখে অস্থির হয়ে গেলেন। কেননা, সে পাত্রে **اللہ** শব্দ খুদিত ছিলো! তিনি লাফ দিয়ে পাত্রটি উঠিয়ে নিলেন এবং খাদিম থেকে পানির পাত্র (অর্থাৎ ঢাকনা বিশিষ্ট হাতা লাগানো বদনা) নিয়ে নিজের হাত মোবারক দ্বারা খুব ভালভাবে ধুয়ে সেটা পাবিত্র করলেন, অতঃপর একটি সাদা কাপড়ে জড়িয়ে আদব সহকারে উঁচু স্থানে রেখে দিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সেই পাত্রে পানি পান করতেন। একদিন **আল্লাহ্ তাআলার** পক্ষ থেকে তাঁর নিকট ইলহাম প্রেরণ করা হলো: "যেভাবে তুমি আমার নামের সম্মান করেছ, আমিও দুনিয়া ও আখিরাতে তোমার নামকে সমুন্নত করছি।" তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলতেন: "**আল্লাহ্ তাআলার** পবিত্র নামের আদব করার কারণে আমার সেই মর্যাদা লাভ হয়েছে, যা শত বছর ইবাদত ও রিয়াযত দ্বারাও অর্জিত হতো না।" (প্রাগুক্ত, ১০৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

সাদা কাগজেরও আদব

সিলসিলায়ে আলীয়া নকশবন্দীয়ার মহান ইমাম হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আহমদ সেরহিন্দী প্রকাশ মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সাদা কাগজেরও সম্মান করতেন। যেমনিভাবে, একদা আপন বিছানায় উপবিষ্ট ছিলেন, হঠাৎ অস্থির হয়ে নিচে নেমে গেলেন এবং বলতে লাগলেন: মনে হচ্ছে, বিছানার নিচে কোন কাগজ আছে।

(যুবদাতুল মাকামাত, ১৯৮ পৃষ্ঠা)

পথ চলতে কাগজ পত্রকে লাথি মারবেন না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, সাদা কাগজেরও সম্মান রয়েছে আর কেনইবা থাকবেনা, এতে কুরআন, হাদীস এবং ইসলামী কথা-বার্তা লিখা হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ বর্ণনাকৃত ঘটনায় হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর এটি প্রকাশ্য কারামাত যে, বিছানার নিচের কাগজ চোখে প্রকাশ্যভাবে না দেখেই জানা হয়ে গেলো এবং তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিচে নেমে গেলেন যাতে গোলামদেরও কাগজের প্রতি সম্মানের উৎসাহ লাভ হয়। **"বাহারে শরীয়াত"** ১ম খন্ডের ৪১১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: "কাগজ দ্বারা ইস্তিন্‌জা করা নিষিদ্ধ। যদিও তাতে কিছু লিখা না থাকুক কিংবা আবু জাহেলের ন্যায় কাফিরের নামও লিখা থাকুক না কেন।"

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

অক্ষরের সম্মান করা উচিত

ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফে বর্ণিত রয়েছে: "আমাদের ওলামাগণ স্পষ্টভাবে বলেন যে, নিছক অক্ষরও আদবের উপযুক্ত, যদিওবা পৃথক পৃথক ভাবে লিখা হয়, যেমন; ব্লেক বোর্ড বা কাগজের উপর যদি কোন খারাপ নাম লিখা থাকে, যেমন; ফিরআউন, আবু জাহেল ইত্যাদি তবুও অক্ষরের সম্মান করা উচিৎ, যদিও উক্ত কাফিরদের নাম অসম্মানের উপযুক্ত।" **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩তম খন্ড, ৩৩৬ পৃষ্ঠা)** যদিও আবু জাহেলের কোন সম্মান নেই। কেননা, সে কট্টর কাফির ছিলো, কিন্তু যেহেতু আবু জাহেল ابو جَهْل শব্দের সকল হুরুফে তাহাজ্জী (ا، ب، و، ج، ه، ل) কুরআনের। সেকারণেই লিখিত শব্দ আবু জাহেল ابو جَهْل এর অক্ষরের (ব্যক্তি আবু জাহেলের নয়) সম্মান রয়েছে যে, সেগুলোকে অপবিত্র বা নোংরা স্থানে নিক্ষেপ করা এবং জুতা মারা ইত্যাদির অনুমতি নেই। ফতোওয়ায়ে আলমগীরীতে বর্ণিত রয়েছে: "যখন ফিরআউন বা আবু জাহেলের নাম কোন টার্গেট বা চিহ্নের উপর লিখা হয় তবে (লক্ষ্য স্থির করে) সেটার দিকে তীর নিক্ষেপ করা মাকরুহ। কেননা, সে অক্ষরেরও সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে।" **(আলমগীরি, ৫ম খন্ড, ৩২৩ পৃষ্ঠা)** অবশ্য টিসু পেপার দ্বারা হাত পরিস্কার করা বা টয়লেট পেপার দ্বারা ইস্তিঞ্জার স্থান শুকানোর জন্য ওলামায়ে কিরামগন অনুমতি প্রদান করেছেন। কেননা, সেগুলো এই কাজের জন্য তৈরী করা হয় এবং এতে কোন কিছু লিখা হয় না।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো إِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

যৌবন কিভাবে অতিবাহিত করবেন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জীবনের যেকোন অংশই হোক, নফসের চাহিদা পূরণ করতে ব্যস্ত থাকাতে কোন কল্যাণ নেই এবং নফসের দুষ্টামি যৌবনই তো বেশি পরিমানে হয়ে থাকে, নফসকে ইলম ও আমলের লাগাম লাগিয়ে এটাকে প্রশিক্ষিত করার এটাই উত্তম সময়। হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ও এদিকে মনযোগ দিয়েছেন। যেমনিভাবে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "যৌবনের প্রাথমিক পর্যায় যেরূপ নফসের খারাপ চাহিদাগুলো প্রকাশিত হওয়ার সময়, সেরূপ ইলম ও আমলকে গ্রহণ করারও এটা উত্তম সময়, যৌবনের কৃত ইবাদত বৃদ্ধকালের ইবাদত হতে উত্তম।"

(মাকতুবাতে ইমামে রব্বানী, দপ্তর সো'ম, হিসসা হাশতম, মাকতুবাত ৩৫, ২য় খন্ড, ৮৭ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

যৌবন আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যৌবন কালে সময়ের মূল্য দেয়া খুবই জরুরী। কেননা, যৌবনে মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শক্ত ও শক্তিশালী হয়ে থাকে, সেকারণে হুকুম-আহকাম ও ইবাদত পালন করা খুব সহজ ভাবে সম্ভব হয়ে থাকে, বৃদ্ধকালে এ সুযোগ কোথায়! তখন তো মসজিদে যাওয়াই কঠিন হয়ে যায়। ক্ষুধা পিপাসার প্রবলতা সহ্য করারও ক্ষমতা থাকেনা, নফল তো দূর ফরয রোযা পূরণ করাও কঠিন হয়ে পড়ে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" **(হাকিম)**

যৌবন **আল্লাহ্ তাআলার** অনেক বড় নেয়ামত, যে এ নেয়ামত পেলো তার উচিৎ এর মূল্যায়ন করে বেশি বেশি ইবাদত ও আনুগত্যে অতিবাহিত করা, সময়ের মূল্যবান হীরার টুকরোকে উপকারী বানানো উচিত। হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: "যৌবনের ইবাদত বৃদ্ধকালের ইবাদতের চেয়ে উত্তম। কেননা, ইবাদতের আসল সময় হচ্ছে, যৌবন কাল।

কর জোয়ানী মে ইবাদাত কা'হীলী আচ্ছি নেহী,
যব বুড়া'পা আ-গেয়া কুচ্ছ বাত বন পড়তী নেহী।
হে বুড়া'পা ভী গণীমত জব জোয়ানী হু চুকি,
ইয়ে বুড়া'পা ভী না হোগা মউত জিস দম আ'গেয়ী।

সময়ের মূল্যায়ন করো, একে গণীমত মনে করো, চলে যাওয়া সময় পুণরাই ফিরে আসে না।" **(মিরাতুল মানাজীহ, ৩য় খন্ড, ১৬৭ পৃষ্ঠা)**

হাফিজে কুরআনের আদব

একদা এক হাফিজ সাহেব হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিকট বসে কুরআনে করীম তিলাওয়াত করছিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যখন তার দিকে লক্ষ্য করলেন তখন দেখলেন যে, যেস্থানে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উপবিষ্ট আছেন, সে স্থানটি হাফিজ সাহেবের স্থান হতে কিছুটা উঁচু। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দ্রুত নিজের আসনটি নিচু করে দিলেন।

(যুবদাতুল মাকামাত, ১৯৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ৪০টি অভ্যাস

❁ সফর হোক বা মুকীম, শীত হোক বা গ্রীষ্ম, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অর্ধরাতের পর জাগ্রত হয়ে যেতেন এবং সুন্নাতী দোয়াসমূহ পাঠ করতেন। ❁ নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতেন এবং তাহাজ্জুদের নামাযে দীর্ঘ কিরাত পাঠ করতেন। ❁ কিবলামুখী হয়ে বসে ওযু করতেন। ❁ ওযু করতে কারো সাহায্য নিতেন না। ❁ ওযুতে মিসওয়াক করতেন, এরপর লিখকের ন্যায় মিসওয়াককে কখনো কানের উপর রাখতেন এবং কখনো খাদিমকে দিয়ে দিতেন। ❁ ওযুর সময় সকল সুন্নাত ও মুস্তাহাবের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য রাখতেন। ❁ ওযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করার সময় এবং ওযুর পর সুন্নাত অনুযায়ী দোয়াসমূহ পাঠ করতেন। ❁ নামাযের জন্য উন্নত, উত্তম পোষাক পরিধান করতেন এবং অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্যের সহিত নামায আদায়ের জন্য প্রস্তুত হতেন। ❁ ফযরের সুন্নাত বাড়ীতে আদায় করতেন। ❁ ফযরের ফরয মসজিদে বড় জামাআতের সাথে আদায় করতেন। ❁ নামায হতে অবসর হয়ে সুন্নাত অনুযায়ী দোয়াসমূহ পাঠ করতেন, অতঃপর ডানে বা বামে মুখ করে দোয়া করতেন এবং দোয়ার পর উভয় হাত চেহারায় বুলিয়ে নিতেন। ❁ নামাযের পর যিকির, কুরআনে করীম তিলাওয়াতের হালকা প্রতিষ্ঠিত করতেন এবং প্রাথমিক ছাত্রদের প্রশিক্ষণ দিতেন। ❁ তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অধিকাংশ সময় চুপ থাকতেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

❁ অনেক সময় তাঁর কান্নার প্রভাব এসে যেতো এবং দু'চোখ দিয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতো (অর্থাৎ খুবই কান্নাকাটি করতেন)। ❁ চাশতের নামায নিয়মিত আদায় করতেন। ❁ তিনি খুবই কম আহার করতেন। ❁ খাবারের পূর্বে ও পরে দোয়া পাঠ করতেন। ❁ (দিনের বেলা) খাবারের পর অল্প সময়ের জন্য কায়লুলা (বিশ্রাম) করতেন। ❁ আযান শুনে উত্তর দিতেন। ❁ যোহরের নামাযের পর পূনরাই যিকির **ইলাহী**র হালকা বসাতেন, এরপর দু'একটি সবকের দরস দিতেন। ❁ তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায নিয়মিত আদায় করতেন। ❁ মাগরিবের নামাযের পর আওয়াবীনের ছয় রাকাত নফল নামায আদায় করতেন। ❁ বিতর নামায আদায়ের পর সুন্নাত অনুযায়ী কিবলামুখী হয়ে ডান হাত ডান গালের নিচে রেখে আরাম করতেন। ❁ সূর্য বা চন্দ্র গ্রহনের সময় কুসূফ ও খুসুফ এর নামায আদায় করতেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ রমযানুল মোবারকের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করতেন। ❁ যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন (অর্থাৎ শুরুর দশদিন) সৃষ্টি থেকে পৃথক হয়ে ইবাদতের দিকে মনোনিবেশ করতেন। ❁ অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করতেন এবং বিশেষত বৃহস্পতিবার রাতে মুরিদদের সাথে নিয়ে এক হাজারবার দরূদ শরীফের উপহার **রিসালতে**র দরবারে পেশ করতেন। ❁ সফর ও মুকীম অবস্থায় তারাবীর সম্পূর্ণ বিশ রাকাত খুশু ও খুযু সহকারে আদায় করতেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

❁ রমযানুল মোবারকে কমপক্ষে তিনবার কুরআনুল করীমের খতম দিতেন। ❁ তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যেহেতু কুরআনে হাফিজ ছিলেন তাই প্রায় সময় কুরআনে করীমের তিলাওয়াত অব্যাহত থাকতো। ❁ সফরকালেও তিলাওয়াত করতেন এবং যদি তখন সিজদার আয়াত চলে আসতো তবে দ্রুত বাহন থেকে নেমে তিলাওয়াতের সিজদা আদায় করতেন। ❁ একাকী নামাযে রুকু ও সিজদার তাসবীহ পাঁচ, সাত, নয় বা এগারবার পর্যন্ত আদায় করতেন। ❁ সফরের জন্য প্রায় সময় তিনি সোম বা বৃহস্পতিবার দিনটি নির্বাচন করতেন। ❁ কাপড় পরিধান, আয়না দেখা, পানি পান করা, খাবার খাওয়া, চাঁদ দেখা এবং অন্যান্য কার্যাদিতে সুন্নাত অনুযায়ী যে দোয়াসমূহ বর্ণিত রয়েছে, সেগুলো পাঠ করতেন। ❁ নামাযের সকল সুন্নাত ও মুস্তাহাবের গুরুত্ব দিতেন। ❁ যখন কোন বুযুর্গ তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য আগমন করতেন তখন সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যেতেন। ❁ সালাম প্রদানে সর্বদা অগ্রণী ভুমিকা রাখতেন। ❁ আল্লামা বদরুদ্দীন সেরহিন্দী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমার জানা নেই যে, কখনো কোন ব্যক্তি সালাম প্রদানে তাঁর থেকে এগিয়ে ছিলো (অর্থাৎ প্রথমে সালাম প্রদানে সফল হয়েছে)। ❁ মাথায় পাগড়ী শরীফ সাজিয়ে রাখতেন। ❁ পায়জামা সর্বদা টাকনুর উপর থাকতো। **(হযারাতুল কুদস, দপ্তর দো'ম, ৮০-৯২ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)**

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" **(কানযুল উম্মাল)**

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর পাগড়ী শরীফ

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম রব্বানী, মুজাদ্দিদে আলফে সানী, শায়খ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দী নকশবন্দী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে: পাগড়ী শরীফ সর্বদা তাঁর মাথা মোবারকে থাকতো এবং শিমলা উভয় কাঁধের মাঝখানে থাকতো। **(প্রাগুক্ত, ৯২ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বিভিন্ন হাদীসে মুবারাকায় পাগড়ী শরীফ পরিধানের অসংখ্য ফযীলত বর্ণিত হয়েছে:

পাগড়ী পরিহিতাবস্থায় নামায দশ হাজার নেকীর সমান

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম, শাহে বনী আদম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "পাগড়ী পরিহিতাবস্থায় নামায দশ হাজার নেকীর সমান।" **(আল ফিরদাউস বিমাচুরিল খাত্তাব, ২য় খন্ড, ৪০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৩৮০৫। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২১৩ পৃষ্ঠা)**

পাগড়ী কী শুধু ওলামারাই বাঁধবে?

হযরত আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ ওয়াকারুদ্দীন কাদেরী রযবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন: পাগড়ী শুধু ওলামা ও মাশায়িখদের জন্যে নয় বরং সকল মুসলমানের জন্য সুন্নাত এবং পাগড়ীর ফযীলত ও পাগড়ী পরিধান করে নামায আদায়ের ফযীলত বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" **(জামে সগীর)**

এজন্য প্রত্যেক বালিগ পুরুষের জন্য পাগড়ী পরিধান করা সাওয়াবের কাজ এবং ভাল কাজে অভ্যস্থ করার জন্য সন্তানকেও এর শিক্ষা দেয়া উচিত। **(ওয়াকারুল ফতোয়া, ২য় খন্ড, ২৫২ পৃষ্ঠা)**

আলিম (জ্ঞানী) ও অজ্ঞ সকলেই পাগড়ী বাঁধুন

বাহরুল উলুম হযরত আল্লামা মুফতী আব্দুল মান্নান আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এক প্রশ্নের (সাধারণ মুসলমান অর্থাৎ আলিম নয় এমন লোকের পাগড়ী বাঁধা সুন্নাত কি না?) উত্তরে বলেন: প্রত্যেক মুসলমান আলিম হোক বা না হোক তাদের পাগড়ী বাঁধা সুন্নাত, হযরত ইমাম বায়হাকী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **"শুয়াবুল ঈমানে"** হযরত সায়্যিদুনা উবাদা বিন সামিত رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "পাগড়ী পরিধান করো কেননা এটা ফিরিশতাদের নিদর্শন এবং এর (শিমলা) পিঠের পেছনে ঝুলিয়ে রাখো।" **(শুয়াবুল ঈমান, ৫ম খন্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৬২৬২)** **"বাহারে শরীয়াতে"** বর্ণিত রয়েছে: "পাগড়ী পরিধান করা সুন্নাত।" **(বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৪১৮ পৃষ্ঠা)** এই আহকাম দ্বারা এটাই প্রমাণিত হলো যে, মুসলমান সে আলিম হোক বা সাধারণ মুসলমান সকলের জন্য পাগড়ী বাঁধার বিধান রয়েছে।

(ফতোওয়ায়ে বাহুরুল উলুম, ৫ম খন্ড, ৪১১ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

সুন্নাতের অনুসরনই ইশকে রাসূলের নিদর্শন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সত্যিকার আশিকে রাসূলের নিদর্শন হলো, সে নিজের জীবন **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত অনুযায়ী অতিবাহিত করার চেষ্টা করতে থাকে, আর এভাবেই সুন্নাতে নববীকে আমলী ভাবে গ্রহণ করার কারণে সত্যিকার আশিকের অন্তর ইশকে মুস্তফায় (নবী প্রেমে) ছটফট করতে থাকে। হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর প্রতিটি কাজ সুন্নাতে মুস্তফার আমলী প্রতিচ্ছবি ছিলো, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর কথাবার্তা, চলাফেরা এবং জীবনের অন্যান্য কার্যাদী সুন্নাত অনুযায়ী অতিবাহিত করতেন, সুন্নাতের বরকতে তাঁর যে মর্যাদা নসীব হয়েছে, সে ব্যাপারে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ স্বয়ং নিজেই বলেন: **নবী করিম, রউফুর রহিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে পরিপূর্ন অনুসরনের কারনেই আমাকে এমন মর্যাদা দ্বারা ধন্য করা হয়েছে, যা 'মকামে রযা' হতেও অনেক উচ্চ। **(হযারাতুল কুদস, দপ্তর দো'ম, ৭৭ পৃষ্ঠা)** সুন্নাত অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করা অনেক বড় সৌভাগ্য। কেননা, এর বরকতে 'মকামে মাহবুবিয়্যত' নসীব হয়, যেমন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজেই বলেন: "প্রতিটি সেই বস্তু যাতে মাহবুবের আচার ও আচরণ পাওয়া যায় আর যা মাহবুবের সাথেই সম্পৃক্ত এবং তার অনুসারী হওয়ার কারণে সেও মাহবুব ও প্রিয় হয়ে যায়, সেইদিকে এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

(পারা ৩, আলে ইমরান: ৩১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তবে আমার অনুগত হয়ে যাও, **আল্লাহ্** তোমাদের ভালবাসবেন

এজন্য **আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরনের চেষ্টা করা বান্দাকে 'মকামে মাহবুবিয়্যত' পর্যন্ত নিয়ে যায়। তাই প্রত্যেক বিবেকবানদের জন্য আবশ্যক যে, **আল্লাহ্ তাআলার হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরনে প্রকাশ্যে ও গোপনে ভরপূর চেষ্টা করা।" (মাকতুবাতে ইমাম রব্বানী, দপ্তর আউয়াল, হিস্সা দো'ম, মাকতুব ৪১, ১ম খন্ড, ৫ পৃষ্ঠা)

রচনাবলী

হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর রচনাবলীর মধ্যে হতে ফার্সী **"মাকতুবাতে ইমামে রব্বানী"** খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এর আরবী, উর্দু, তুর্কী ও ইংরেজী ভাষায় অনুবাদও ছাপানো হয়েছে। তাঁর চারটি রিসালার নাম লক্ষ্য করুন: ১. ইছবাতুন নবুয়্যাতি ২. রিছালা তাহলীলিয়্যাহ ৩. মুআরিফে লাদুননীয়্যাহ ৪. শরহে রুবাইয়্যাত।

মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ১১টি বাণী

❁ হালাল ও হারামের ব্যাপারে সর্বদা আমলদ্বার ওলামার শরনাপন্ন হওয়া উচিত এবং তাঁদের ফতোওয়া অনুযায়ী আমল করা উচিত। কেননা, শরীয়াতই হলো; মুক্তির উপায়।

(প্রাগুক্ত, হিস্সা সো'ম, মাকতুব ১৬৩, ১ম খন্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

- শরীয়াতের বিধি বিধানের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা হক্কানী ওলামার কাছ থেকে জেনে নিন, তাঁদের কথায় এক প্রকার প্রভাব রয়েছে। হতে পারে তাঁদের মোবারক কথার বরকতে আমলের তৌফিকও অর্জিত হয়ে যাবে। (প্রাগুক্ত, হিস্‌সা দো'ম, মাকতুব ৭৩, ১ম খন্ড, ৫৯ পৃষ্ঠা)
- সকল কাজে সেইসব আমলদ্বার ওলামায়ে কিরামদের ফতোওয়া অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করা উচিত, যারা "আযীমত" (তথা মহানত্বের) রাস্তা অবলম্বন করেছেন এবং "রুখসত" হতে বিরত থাকেন, তাছাড়া তাঁদেরকে স্থায়ী ও পরকালী মুক্তির মাধ্যম ও ওসীলা হিসেবে ঘোষনা দেয়া উচিত। (প্রাগুক্ত, মাকতুব ৭০, ১ম খন্ড, ৫২ পৃষ্ঠা)
- পরকালীন মুক্তির সকল কার্যাবলী ও বাণী, মূল ও শাখায় আহলে সুন্নাতের অনুসরনের উপরই নির্ভরশীল।

(প্রাগুক্ত, মাকতুব ৬৯, ১ম খন্ড, ৫০ পৃষ্ঠা)

- **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ছায়া ছিলো না।

(প্রাগুক্ত, দপ্তর সো'ম, হিস্‌সা নাহম, মাকতুব ১০০, ২য় খন্ড, ৭৫ পৃষ্ঠা)

- **আল্লাহ্ তাআলা** স্বীয় বিশেষ ইলমে গায়েব দ্বারা স্বীয় বিশেষ রাসূলদের অবহিত করেন।

(প্রাগুক্ত, দপ্তর আউয়াল, হিস্‌সা পঞ্চম, মাকতুব ৩১০ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৬০)

- **হুযুর শাহে খায়রুল আনাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সকল সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان উত্তম আলোচনা সহকারে স্বরণ করা উচিত। (প্রাগুক্ত, হিস্‌সা চাহারম, মাকতুব ২৬৬, ১ম খন্ড, ১৩২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

❁ সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মধ্যে সর্বোত্তম হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ, তাঁর পরে সর্বোত্তম সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ উক্ত দুটি বিষয়ে সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈনে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ঐক্যমত রয়েছে। তাছাড়া ইমামে আযম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن এবং অধিকাংশ ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের নিকট হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর পর সকল সাহাবায়ে কিরাম হতে সর্বোত্তম সায়্যিদুনা ওসমান গনী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ, অতঃপর সর্বোত্তম হচ্ছেন সায়্যিদুনা মওলা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم।

(প্রাগুক্ত, মাকতুব ২৬৬, ১ম খন্ড, ১২৯-১৩০ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

❁ মিলাদ শরীফের মজলিশে যদি উত্তম আওয়াজে কুরআনুল করীমের তিলাওয়াত করা হয়, নাত শরীফ এবং সাহাবা ও আহলে বাইত ও আউলিয়ায়ে কামেলীনদের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ اَجْمَعِين মানকাবাত পড়লে তাতে কী সমস্যা!

(মাকতুবাতে ইমামে রব্বানি, দপ্তর সো'ম, হিস্সা হাশতম, মাকতুব ৭২, ২য় খন্ড, ১৫৭ পৃষ্ঠা)

❁ **হুযুর তাজেদারে রিসালত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি পরিপূর্ণ ভালবাসার নিদর্শন হলো যে, মানুষ **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শত্রুদের সাথে পরিপূর্ণ শত্রুতা রাখবে।

(প্রাগুক্ত, দপ্তর আউয়াল, হিস্সা সো'ম, মাকতুব ১৬৫, ১ম খন্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" **(মুসলিম শরীফ)**

গান-বাজনা করা প্রাণনাশক বিষের ন্যায়

❁ হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: গান-বাজনা করার আকাঙ্ক্ষা করো না, এর আস্বাদনের প্রতি নিজেকে সমর্পন করো না। কেননা, এটা মধু মিশ্রিত প্রাণনাশক বিষের ন্যায়।

(প্রাগুক্ত, দপ্তর সো'ম, হিস্সা হাশতম, মাকতুব ৩৪, ২য় খন্ড, ৮৬ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

কানে গরম সীসা ঢেলে দেয়া হবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গান বাজনা শুনা ও শুনানো শয়তানের কাজ, সৌভাগ্যবান মুসলমান এর কাছেও যায়না। গান বাজনা থেকে বেঁচে থাকা অত্যন্ত জরুরী। কেননা, এর আযাব কারো পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হবে না। হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত: যে ব্যক্তি কোন গায়কের পাশে বসে গান শুনে, কিয়ামতের দিন **আল্লাহ্ তাআলা** তার কানে গলিত সীসা ঢেলে দিবেন। **(জামেউল জাওয়ামে লিস সুয়ূতী, ৭ম খন্ড, ২৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২২৮৪৩)**

মুজাদ্দিদে আলফে সানীর দৃষ্টিতে গাউসে পাকের মর্যাদা

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫৬১ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"মলফুযাতে আ'লা হযরত"** এর ৪২২ পৃষ্ঠায় রয়েছে; হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যা কিছু ফয়েয ও বরকতের সমষ্টি,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

তা সবকিছুই হুযুরে গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দরবার থেকে অর্জিত হয়েছে। نُوْرُ الْقَمَرِ مُسْتَفَادٌ مِنْ نُوْرِ الشَّمْسِ অর্থাৎ চাঁদের আলো সূর্যের আলো হতেই প্রাপ্ত।

(মাকতুবাতে ইমামে রব্বানী, দপ্তর সো'ম, হিসসা নাহুম, মাকতুব ১২৩, ২য় খন্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

মুজাদ্দিদে আলফে সানী ও আ'লা হযরত
(৫টি অনুরূপ গুণাবলী)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বরকতময় জীবনের কিছু দিক এমনই রয়েছে, যেগুলোতে হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর আদর্শের ঝলক দৃষ্টি গোছর হয় বরং শিক্ষা-দীক্ষা, দ্বীনি খিদমত এমনকি ওফাতের মাসের ক্ষেত্রেও মিল রয়েছে। এর বিবরণ কিছুটা এমন:

১. হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী ও ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمَا উভয়ের নাম আহমদ। ২. উভয় বুযুর্গই আপন পিতার কাছ থেকে ইলমে দ্বীন অর্জন করেছেন। ৩. উভয় ব্যক্তিত্বের পুরো জীবন ইসলামের বিরুদ্ধে জাগ্রত হওয়া ফিৎনার মুলৎপাটনে অতিবাহিত হয়েছে। ৪. উভয় বুযুর্গ কখনো বাতিলদের সামনে মাথানত করেননি। ৫. উভয় আউলিয়ায়ে কিরামের ওফাত সফর মাসে হয়েছে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

মাকতুবাতে ইমামে রব্বানী ও আ'লা হযরত

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের একটি মাকতুবে **"মাকতুবাতে ইমামে রব্বানী"** থেকে একটি বাণী উদ্ধৃত করে হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বাণীকে **'হিদায়াতের বাণী'** হিসেবে ঘোষনা করেছেন। যেমনিভাবে, ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের এক ভালবাসা পোষণকারীকে পথভ্রষ্ট লোকদের সংস্পর্শের ক্ষতি বুঝাতে গিয়ে লিখেন: "আপনার মতো সূফী মানুষকে হযরত সায়্যিদুনা শায়খ মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর একটি বাণী স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি এবং মূল হিদায়াতের অনুসরন করার আশা করছি। অতঃপর হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মাকতুবের বাণী উল্লেখ করে বলেন: "মাওলানা ইনসাফ! আপনি বা যায়েদ বা দ্বীন ও মাযহাবের সংশোধনকারী অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ বেশি জানেন অথবা হযরত শায়খ মুজাদ্দিদ? আমি কখনো আপনার গুনাবলী দ্বারা এটা আশা করিনা যে, এই হিদায়াতের মৌলিক বাণীকে مَعَاذَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ্**র পানাহ!) অযৌক্তিক ও অনর্থক মনে করবেন আর যেহেতু সেগুলো সত্য এবং নিঃসন্দেহে সত্য, তবে কেনইবা গ্রহণ করবেন না।" **(মাকতুবাতে ইমামে আহমদ রযা, ৯০ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)**

ওফাতের ইঙ্গিত

হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ১০৩৩ হিজরী সনে সেরহিন্দ শরীফ এসে সবার কাছ থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। আপন খালিক ও মালিক **আল্লাহ্ তাআলা**র সাথে

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" **(আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)**

সাক্ষাতের বাসনায় সৃষ্টির থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিয়েছে। উক্ত বিশেষ একাকিত্বে শুধুমাত্র কয়েক জনের কক্ষে আসার অনুমতি ছিলো, যাদের মধ্যে শাহ্জাদাগণ খাজা মুহাম্মদ সাঈদ ও খাজা মুহাম্মদ মাছুম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمَا, খলিফাগণের মধ্যে হযরত খাজা মুহাম্মদ হাশেম কিশামী, হযরত খাজা বদরুদ্দীন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمَا এবং দু'একজন খাদিম। হযরত খাজা মুহাম্মদ হাশিম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ওফাতের পূর্বেই দাক্কান চলে গিয়ে ছিলেন। হযরত খাজা বদরুদ্দিন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উপস্থিত ছিলেন। যখন হযরত খাজা মুহাম্মদ হাশিম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বিদায় নিচ্ছিলেন তখন হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "দোয়া করছি যে, আখিরাতে যেন আমরা এক স্থানে একত্রিত হই।" **(যুবদাতুল মাকামাত, ২৮২ হতে ২৮৫ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)**

মোবারক ওফাত

২৮শে সফর ১০৩৪ হিজরী/ ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রিয় প্রাণকে আপন খালিকে হাকীকি **আল্লাহ্ তাআলাকে** অর্পন করে দিলেন। اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ। **(হযারাতুল কুদস, দপ্তর দো'ম, ২০৮ পৃষ্ঠা)**

জানাযার নামায ও দাফন

তাঁর জানাযার নামায তাঁরই শাহজাদা হযরত খাজা মুহাম্মদ সাইদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ পড়িয়েছেন। এরপর মরহুম শাহজাদা হযরত খাজা মুহাম্মদ ছাদিক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর পাশে দাফন করা হয়।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

এটিই সেই স্থান, যেখানে হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর জীবদ্দশায় একটি নূর দেখেছিলেন এবং ওসীয়ত করেছিলেন: "আমার কবর আমার সন্তানের কবরের সামনে বানাবে। কেননা, সেখানে আমি জান্নাতের বাগান সমূহ হতে একটি বাগান দেখছি।" সে গম্বুজের নিচে প্রথমে মরহুম শাহজাদা খাজা মুহাম্মদ ছাদিক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ১০২৫ হিজরী সনে দাফন হয়েছে এবং এরপর হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে তাঁর পাশে দাফন করা হয়। এখন সে রওজা শরীফকে দ্বিতীয়বার সংস্কার করা হয়েছে। (যুবদাতুল মাকামাত, ২৯৪-২৯৬, ৩০৫ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

সন্তানদের নাম মোবারক

হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সাত শাহজাদা এবং তিন শাহজাদী ছিলেন, যাঁদের বিবরণ হলো:

শাহজাদাগণ: ১. হযরত খাজা মুহাম্মদ ছাদিক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ২. হযরত খাজা মুহাম্মদ সাঈদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ৩. হযরত খাজা মুহাম্মদ মাছুম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ৪. হযরত খাজা মুহাম্মদ ফাররুখ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ৫. হযরত খাজা মুহাম্মদ ঈসা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ৬. হযরত খাজা মুহাম্মদ আশরাফ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ৭. হযরত খাজা মুহাম্মদ ইয়াহিয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ।

শাহজাদীগণ: ১. বিবি রোকায়্যা বানু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا ২. বিবি খাদিজা বানু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا ৩. বিবি উম্মে কুলছুম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا।

(যুবদাতুল মাকামাত)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

সম্মানিত খলিফাগণ

হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কয়েকজন খলিফায়ে কিরামের নাম হলো: ১. শাহ্জাদা খাজা মুহাম্মদ ছাদিক ২. শাহ্জাদা খাজা মুহাম্মদ সাঈদ ৩. শাহ্জাদা খাজা মুহাম্মদ মাছুম ৪. হযরত মীর মুহাম্মদ নোমান বুরহানপুরী ৫. শায়খ মুহাম্মদ তাহের লাহোরী ৬. শায়খ করীমুদ্দীন বাবা হাসান আবদালী ৭. খাজা সায়্যিদ আদম বাননুরী ৮. শায়খ নুর মোহাম্মদ পাটনী ৯. শায়খ বদী'উদ্দীন ১০. শায়খ তাহের বদখশী ১১. শায়খ ইয়ার মুহাম্মদ কদীম তালক্বানী ১২. হযরত আব্দুল হাদী বদায়ুনী ১৩. খাজা মুহাম্মদ হাশেম কিশামী ১৪. শায়খ বদরুদ্দীন সারহিন্দি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن।

(হযরাতুল কুদুস)

মুজাদ্দিদে আলফে সানী ও আ'লা হযরতের খলিফাগণ

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর এক খলিফা ইমামুল মুহাদ্দেসীন হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ দীদার আলী শাহ আলওয়ারি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ও নকশবন্দী মুজাদ্দেদী ছিলেন। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর খলিফাদেরও হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর প্রতি অত্যন্ত ভক্তি ও ভালবাসা ছিলো। সায়্যদী কুত্বে মদীনা হযরত কিবলা যিয়াউদ্দীন আহমদ মাদানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ একদা মাথার উপর উভয় হাত রেখে বলেছিলেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো إِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

"হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তো আমাদের মাথার মুকুট।" **(সায়্যিদী যিয়াউদ্দীন আহমদ আলকাদেরী, ১ম খন্ড, ৫০৯ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)** খলিফায়ে আ'লা হযরত সায়্যিদুনা আবুল বারকাত সায়্যিদ আহমদ কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর "৪০টি বাণী" একত্রিত করেছেন।

ইয়া রাব্বে মুস্তফা! আমাদেরকে **তোমার** বরহক্ব অলী হযরত সায়্যিদুনা ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সদকায় বিনা হিসেবে মাগফিরাত দ্বারা ধন্য করে জান্নাতুল ফিরদাউসে **তোমার প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য দান করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মদীনার ভালবাসা,
জান্নাতুল বাক্বী,
ক্ষমা ও বিনা হিসেবে
জান্নাতুল ফিরদাউসে
প্রিয় আক্বা ﷺ এর
প্রতিবেশীত্বের প্রত্যাশী

সফরুল মুযাফফর ১৪৩৭ হিজরী
নভেম্বর ২০১৬ ইংরেজী

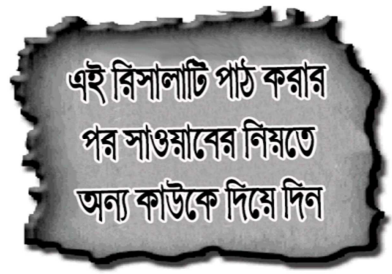

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
কুরআনে করীম		যুবদাতুল মাকামাত	মাকতাবায়ে হাকীকিয়া, ইস্তানবুল ১৩০৭ হিঃ
বুখারী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	হযরাতুল কুদস	মহকুমায়ে আওকাফ, পাঞ্জাব, লাহোর ১৯৭১ ইং
মুসীলম	দারু ইবনে খাযম, বৈরুত	জামেয়ে কারামাতিল আউলিয়া	মারকাযে আহলে সুন্নাত বারাকাত রযা হিন্দ
মু'জামুল কবীর	দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী বৈরুত	মাকতুবাকে ইমাম আহমদ রযা	মাকতাবায়ে নববীয়া, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
শুয়াবুল ঈমান	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	সীরাতে মুজাদ্দিদে আলফে সানী	ইমাম রব্বানী ফাউন্ডেশন, বাবুল মদীনা করাচী
আল ফিরদাউস বিমাসুরিল খাত্তাব	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	সায়্যিদী যিয়াউদ্দিন আহমদ আল কাদেরী	হযব আল কাদেরীয়া, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
জমউল জাওয়ামেয়ে	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	আলমগীরী	দারুল ফিকির বৈরুত
আত তাইসীর	মাকতাবাতুল ইমাম আশ শাফেয়ী রিয়ায়	ফতোওয়ায়ে রযবীয়া	যিয়া ফাউন্ডেশন, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
মিরাতুল মানাজিহ	যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর	ওয়াকারুল ফতোওয়া	বযমে ওয়াকারুদ্দিন, বাবুল মদীনা করাচী
ইত্তিহাফুস সা'দাত আল মুত্তাকীন	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	ফাতোয়ায়ে বাহরুল উলুম	শাব্বির ব্রাদ্রার্স, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
মাকতুবাতে ইমাম রব্বানী	কোয়েটা	বাহারে শরীয়াত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী
মাবদা ওয়া মা'আদ	মাকতাবাতুল হাকীকিয়া ইস্তানবুল	হাদায়িকে বখশীশ শরীফ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই রিসালাটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা।
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।
কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdmaktabatulmadina26@gmail.com,
bdtarajim@gmail.com **web :** www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ের অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা সমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্চাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

সফলতার ব্যবস্থাপত্র!!

ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বাণী: প্রকাশ্য সফলতা হলো এটা যে, অন্তর ও শরীর উভয়ের উপর যতটুকু **আল্লাহ্ তাআলার** আহকাম রয়েছে, (সেগুলো) সব পালণ করবে। কোন কবীরা গুনাহও সম্পাদন করবে না, কোন সগীরা গুনাহের সাথেও লিপ্ত থাকবে না। নফসের মন্দ স্বভাব যেমন কৃপণতা এবং হিংসা ইত্যাদি যদি বিদূরিত না হয়, তবে চেষ্টারত থাকবে। সেগুলোর (কৃপণতা ও হিংসার) উপর আমলকারী হবে না। যেমন অন্তরে যদি কৃপণতা থাকে, তবে জোর করে (দানের) হাত প্রসারিত রাখবে। (অন্তরে যদি) হিংসা থাকে তবে হিংসাকৃত বৃক্তির অমঙ্গল চাইবে না।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১তম খন্ড, ৫০৩ পৃষ্ঠা)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯, ০১৮১৩৬৭১৫৭২

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

মাকতাবাতুল মদীনা
Maktabat ul Madina

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net

দেখতে থাকুন মাদানী চ্যানেল বাংলা